নতুন পাসপোর্ট নিয়মের ঘোষণা

১) পাসপোর্ট ইস্যু প্রক্রিয়াকে আরও সহজ-সরল এবং উদার করা হল, বিদেশমন্ত্রক এই পদক্ষেপ গ্রহণ করায় ভারতীয় নাগরিকরা পাসপোর্ট-এর আবেদনের সময়ে আরও উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। পদক্ষেপগুলি বিস্তারিত নিচে দেওয়া হল—

জন্মের প্রমাণপত্র

২) ১৯৮০ সালে সম্প্রসারিত পাসপোর্ট বিধি অনুসারে, ২৬/০১/১৯৮৯-এর পর জন্মানো পাসপোর্ট আবেদনকারীকে জন্মের প্রমাণপত্র হিসাবে জন্ম শংসাপত্র পেশ করা আবশ্যিক ছিল। এ বিষয়ে এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যে কোনও পাসপোর্ট আবেদনকারী বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি নথি পেশ করতে পারবেন :

ক) জন্ম শংসাপত্র (বিসি) যা ইস্যু করবেন জন্ম এবং মৃত্যু রেজিস্টার বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বা অন্য কোনও যথাযথ কর্তৃপক্ষ, যিনি ১৯৬৯ এর জন্ম ও মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন বিধি অনুসারে ভারতে জন্মানো একটি শিশুর জন্ম নথিভুক্ত করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

খ) স্থানান্তর/ স্কুল ছাড়ার/ ম্যাট্রিকের শংসাপত্র যা শেষ স্কুল থেকে ইস্যু করা হয়েছে/ স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ডের ইস্যু করা প্রার্থীর জন্ম শংসাপত্র।

গ) আবেদনকারীর জন্মতারিখ-সহ আয়কর বিভাগের ইস্যু করা প্যান কার্ড।

ঘ) আধার কার্ড/ ই-আধার যাতে আছে আবেদনকারীর জন্ম তারিখ।

ঙ) আবেদনকারীর সার্ভিস রেকর্ডের প্রতিলিপি (কেবলমাত্র সরকারি কর্মীদের জন্য) বা পেনশন প্রদানের নির্দেশিকা (অবসরপ্রাপ্ত সরাকরি কর্মীদের সম্মানার্থে), সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক / দফতরের অফিসার/ অফিসার ইনচার্জ দ্বারা যথাযথভাবে সত্যায়িত/ প্রত্যায়িত আবেদনকারীর সার্টিফিকেট, যাতে আছে আবেদনকারীর জন্মতারিখ।

চ) সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের পরিবহন দফতর কর্তৃক ইস্যু করা ড্রাইভিং লাইসেন্স, যাতে আছে আবেদনকারীর জন্মতারিখ।

ছ) ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ইস্যু করা নির্বাচনের সচিত্র পরিচয়পত্র (ইপিআইসি), যাতে আছে আবেদনকারীর জন্মতারিখ।

জ) পাবলিক জীবন বীমা কর্পোরেশন/ কোম্পানির ইস্যু করা পলিশি বন্ড, যাতে আছে আবেদনকারী পলিশি গ্রাহকের জন্মতারিখ।

আন্তঃ মন্ত্রীগোষ্ঠী কমিটির রিপোর্ট

৩) পররাষ্ট্রমন্ত্রক এবং নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের কমিটি পরীক্ষা করেন বেশ কিছু মা/ শিশুর পাসপোর্ট আবেদন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বাবার নাম উল্লেখ না করার ব্যাপারে জোর দেন এবং একই বিষয় একক মা এবং দত্তক সন্তানের পাসপোর্ট ইস্যুর ক্ষেত্রেও সম্পর্কিত। কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ করেছে পররাষ্ট্রমন্ত্রক।

কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতির পরিবর্তন করা হল—

ক) অনলাইন পাসপোর্ট দরখাস্তে এখন থেকে শুধুমাত্র বাবা অথবা মা অথবা আইনগত অভিভাবকের নাম দিলেই হবে, অর্থাৎ, বাবা-মায়ের মধ্যে শুধুমাত্র একজন এবং উভয়ের নয়। এটা একক পিতা-মাতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যখন তাঁরা তাঁদের সন্তানদের পাসপোর্টের আবেদন করবেন এবং একইসঙ্গে ইস্যু করা পাসপোর্টে বাবা অথবা মায়ের মধ্যে যে কোনও একজনের নামই আবেদনকারীর অনুরোধ মতো ছাপা যেতে পারে।

খ) ১৯৮০ সালের পাসপোর্ট নীতি অনুসারে মোট পরিচ্ছদ বর্তমানে ১৫ থেকে কমিয়ে ৯ করা হয়েছে। এ, সি, ডি, ই, জে এবং কে পরিচ্ছদগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে এবং নির্দিষ্ট পরিচ্ছদগুলি একত্রিত করা হয়েছে।

গ) প্রতিটি পরিচ্ছদ অনুসারে আবেদনকারীকে সাদা কাগজে প্রয়োজনীয় স্ব-ঘোষণা দিলেই হবে। কোনও প্রত্যয়ণ/ হলফনামা / আইন সংক্রান্ত কাজ/ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট/ প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়্যাল ম্যাজিস্ট্রেট প্রত্যায়ণ দরকার নেই।

ঘ) বিবাহিত আবেদনকারীদের পরিশিষ্ট ‘কে’ অথবা কোনও বিবাহের শংসাপত্র প্রদান করতে হবে না।

ঙ) বিবাহবিচ্ছিন্ন বা পৃথক থাকা কোনও দম্পতির পাসপোর্ট দরখাস্তে স্ত্রী বা স্বামীর নাম দেওয়া আবশ্যিক নয়। এই ধরণের পাসপোর্ট আবেদনকারীর ডিভোর্স ডিক্রী প্রদান প্রয়োজনীয় নয়।

চ) অনাথ শিশুদের যাদের জন্ম শংসাপত্র বা মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা আদালতের ঘোষণা-নির্দেশনামার মতো কোনও জন্মের প্রমাণপত্র নেই, তাঁদের এখন থেকে অনাথ আশ্রম

বা চাইল্ড কেয়ার হোমের প্রধানের অফিসিয়াল লেটার হেডে লেখা একটি চিঠি জন্মের প্রমাণের সপক্ষে পেশ করলেই হবে।

ছ) বিবাহ বহির্ভূত সন্তানদের পাসপোর্ট ইস্যু করার ক্ষেত্রে এই ধরণের সন্তানরা পরিশিষ্ট 'জি' অনুসারে শুধুমাত্র দরখাস্ত করলেই হবে।

জ) এদেশের জন্মানো দত্তক নেওয়া শিশুদের পাসপোর্ট-এর ক্ষেত্রে 'নিবন্ধিত গ্রহণ' দলিল পেশ করা আবশ্যিক নয়। এ ক্ষেত্রে যদি দলিল না থাকে তাহলে পাসপোর্ট আবেদনকারীকে শুধু একটি সাদা কাগজে এই মর্মে লিখিত ঘোষণাপত্র জমা দিতে হবে।

ঝ) সরকারি চাকুরিজীবীরা যাঁরা পরিচয়ের শংসাপত্র (পরিশিষ্ট বি) দিতে/ নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (পরিশিষ্ট এম) তাঁর সংস্থার কাছ থেকে পেতে অপারগ, এবং দ্রুত পাসপোর্ট দরকার, তাঁরা পরিশিষ্ট 'এন'-এ একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ঘোষণা দেবেন, তিনি তাঁর সংস্থাকে বিষয়টি পূর্বেই অবগত করেছেন যে তিনি পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একটি সাধারণ পাসপোর্টের আবেদন করেছেন।

ঞ) সাধু/ সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে এখন থেকে তাঁদের পাসপোর্টের আবদেনপত্রে নিজেদের জৈবিক বাবা-মায়ের নাম উল্লেখ করার বদলে তাঁদের আধ্যাত্মিক গুরুর নাম লিখলেই হবে। তবে এর সঙ্গে নিজেদের পরিচয়পত্র হিসাবে ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, আধার কার্ড প্রভৃতি পেশ করতে হবে। এবং গুরুর নাম নথিভুক্ত করা হবে—যে কলমে বাবা অথবা মায়ের নাম লেখার জায়গা রয়েছে সেখানে।

৪) এই পরিবর্তনগুলি শীঘ্রই সরকারি গেজেটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। এছাড়াও ভারত ও বিদেশে পাসপোর্ট ইস্যু কর্তৃপক্ষের কাছে এই সংশোধিত নিয়মের নির্দেশিকা জারি করা হবে।

৫) পররাষ্ট্রমন্ত্রক আশা করছে যে, পাসপোর্ট নীতির এই পরিবর্তন পাসপোর্ট আবেদনকারীর পাসপোর্টের জন্য আবেদনকে আরও সহজ করে দেবে। একইসঙ্গে, একটি সময়োপযোগী, স্বচ্ছ, আরও সুগম, নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিতে এবং একটি সুন্দর পরিবেশে অঙ্গিকারবদ্ধ, প্রশিক্ষিত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্মীদের দ্বারা পাসপোর্ট সংক্রান্ত পরিসেবা প্রদান করতে পররাষ্ট্রমন্ত্রক সক্ষম হবে।

নয়াদিল্লি

ডিসেম্বর ২৩, ২০১৬